জলবায়ু পরিবর্তনের টাকায় ভাগ্য বদল করছে এনজিওবাজরা

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নিয়ে হরিলুট হয়েছে। জলবায়ু খাতে অর্থায়ন নিয়ে লুটপাট হয়েছে কয়েক কোটি টাকা। লুটপাট, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে প্রকল্পটির মূল লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ট্রাস্ট ফান্ডের এসব অনিয়মের ওপর গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি। ওই প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান করলে দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে।

টিআইবির রিপোর্ট অনুযায়ী ১০টি এনজিওর কোনো অস্তিত্ব নেই ঢাকা শহরে। অথচ তাদেরই জলবায়ু খাতের টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। দুদকের অনুসন্ধানেও একই চিত্র বেরিয়ে আসে। অস্তিত্ব নেই, অথচ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি ফান্ড থেকে বরাদ্দ পেয়েছে এ রকম এনজিওগুলো হলো রাজধানীর শান্তিনগরের সমাহার, শাহবাগের সোসাইটি ফর আরবান অ্যান্ড রুরাল হিউম্যান ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (সুহৃদ), মোহাম্মদপুরের সূর্য শিক্ষা, নিউ ইস্কাটনের ডেভেলপমেন্ট ফর সোসাইটি, শ্যামলীর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (পিআরডিআই), মিরপুরের বাসাবো কল্যাণ সংস্থা (বিজেএস), বনানীর সেল্টার হাউস, মোহাম্মদপুরের আস্থা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রভার্টি এলিভেশন এবং মাদারটেকের নেডুলা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে মিরপুর ১ নম্বরের সি ব্লকের ৩নং রোডের ৩৪ নম্বর বাড়ির বাসাবো কল্যাণ সংস্থায় যাওয়া হয়। তৃতীয় তলা ভবনের কোথাও এ জাতীয় সংগঠনের নাম পাওয়া যায়নি। এমনকি ওই বাড়িতে যারা বসবাস করে তাদের কেউ এ জাতীয় এনজিওর নাম শোনেনি বলে জানান। অর্থাৎ এনজিওটি ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে।

১৭ শান্তিনগরে সমাহার নামের এনজিওর ঠিকানা দেয়া হলেও সরেজমিন গিয়ে দেখা যায় এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। কেয়ারটেকার জানায় এটা সম্পূর্ণ আবাসিক, এখানে কোনো এনজিও অফিস নেই। মাদারটেকে নেডুলা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির দেয়া ঠিকানায় গিয়ে দেখা যায় সেখানে একটি বড় মুদি দোকান। দোকানদার মনিরুল ইসলাম এ জাতীয় কোনো এনজিওর নাম কোনোদিন শোনেনি বলে জানায়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এভাবে ১০টি এনজিও ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে অর্থ নিয়ে সটকে পড়ে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায় অর্থ নিয়ে সটকে পড়া ১০টি এনজিও নিয়ে বিপাকে পড়েছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়।

২০১০ সালে ২৮ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার বা ১ হাজার ৪শ ৭০ কোটি টাকা নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট গঠন করা হয়। দেশি ফান্ড ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত ৫৯৪ মিলিয়ন ডলার সহায়তা পায়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলো বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসি-এসএপি) প্রণীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে প্রতি বছর ১ বিলিয়ন ডলার করে ৫ বছরে মোট ৫ বিলিয়ন ডলার অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায় পল্লী সহায়ক ফাউন্ডেশন বা পিকেএসএফ। ২০১১ সালে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৫ হাজারের বেশি প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়ে। সব কিছু যাচাই-বাছাই করে ৬৩টি এনজিওকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। ২০১২ সালে এই ৬৩টি এনজিওর মধ্যে ৫৫টিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় ১ হাজার ৬শ ৫০ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে এনজিও সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০৯টিতে। এদের মধ্যে বণ্টন করা হয় ১ হাজার ৮শ ৩৭ কোটি টাকা। ২০১৪ সালে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ হাজার ৯শ কোটি টাকা। কিন্তু ইতিমধ্যে বরাদ্দ নেয়া ১০টি এনজিওর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

জানা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ৫৫টিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় ট্রাস্ট ফান্ড থেকে। এই অর্থ দেয়া হয় পিকেএসএফকে। কারণ পিকেএসএফ কাজটি বাস্তবায়ন করে থাকে। এই অর্থ পিকেএসএফ ব্যাংকে রাখার ফলে সুদ বাবদ ২ কোটি ৮০ লাখ ১৪ হাজার টাকা অর্জন করে। অথচ সুদের অর্থ তহবিলের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়নি। সুদের টাকা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টাকা ব্যয়ে অনিয়ম হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত হচ্ছে।' জলবায়ু ট্রাস্টের তহবিলের অনুকূলে পাওয়া ব্যাংক সুদের টাকা সমন্বয় না করার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এই ফান্ডের অর্থ ব্যবহারের জন্য কিছু এনজিও নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এসব নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মন্ত্রী যাদের সুপারিশ করেছিলেন তাদের দেয়া হয়েছিল। পিকেএসএফ বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছু করে না। এ ব্যাপারে আমরা সরকারকে চিঠি দিয়েছি।'

টিআইবির প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, ১০টি এনজিওর কোনো অস্তিত্ব নেই। ১৩টি এনজিওর নির্বাহী বা পরিচালনা পর্ষদ সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ৯টি এনজিও কাজ বাগিয়ে নেয়, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি নিবন্ধন বাতিল করেছিল এমন প্রতিষ্ঠানও জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ৫৫টি এনজিওর মধ্যে মাত্র ১৭টির প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

জলবায়ু ফান্ড গঠন ও বিতরণ সময়কালীন পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন ড. হাছান মাহমুদ। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। কোনো এনজিওর পক্ষে আমি কোনো তদবির করিনি।

অন্যদিকে বর্তমান মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে কেউ দায় অস্বীকার করতে পারে না। আমার সময়ে কোনো অনিয়ম হলে তার দায় আমাকেই নিতে হবে। আমি সুষ্ঠু তদন্তের কথা বলেছি। দুদক কাজ করছে, দুর্নীতি বা অনিয়ম সে যেই করুক না কেন কোনো ছাড় দেয়া হবে না। দুর্নীতিবাজদের মুখোশ উন্মোচন করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থাও নেয়া হবে।' ■